Interview details

Interview with Anushree Biswas

Interviewed by Prama Mukhopadhyay

অনুশ্রীঃ আমার বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জ। হিঙ্গলগঞ্জ বর্ডার এরিয়ায়। হিঙ্গলগঞ্জ ডিসট্রিক্ট, মানে হিঙ্গলগঞ্জ পুলিশ স্টেশন। কিন্তু আমার বাড়ি, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে আরও ভেতরে। আরও প্রায় দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা যেতে হয়। আমার বাড়ি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার যেটা, সেটা পনেরো মিনিট দূরে। এবার ওখানে সেই একটা ছোট্ট নদী দিয়ে বর্ডার করা হয়েছে। বর্ডার বলতে যে একটা কাঁটাতার-ফার সেসব কিছু, শুধু শুনেছি। কিন্তু কাঁটাতার বলতে আদৌ দেখা যায় না সেভাবে। ছোট আছে কিছু। কিছুটা জায়গায়। সে বেশি জায়গায় না। তো ওখানে পুলিশ তো সারাক্ষণ থাকেই। আর বর্ডার বলতে সেভাবে যে আলাদা করে, অনেক কিছু একটা ব্যাপার, লোকে-যে ভাবে না, বর্ডার মানে নিশ্চয়ই কিছু আছে, সেরকম কিছু নেই। শুধু একটা ছোটো নদীর ব্যবধান, আরকি, দুটো দেশের মধ্যে। একটা ছোট নদী পেরলেই আরেকটা দেশ! যে দেশটা কেবল আমরা চোখেই দেখতে পাই দূর থেকে। এতোটাই কাছে। আর সেভাবে... ওই আমরা কিভাবে চলে এসেছি সেই সব ঘটনাগুলোই টুকটাক শুনেছি।

প্রমাঃ সেগুলোই একটু বল। ছোটবেলা থেকে কেমন শুনেছো, কে কিরকম ভাবে চলে এসেছিল... কিরকম কি শুনেছো, একটু খানি যদি বল আমাদের...

অনুশ্রীঃ আমার ঠাকুরদা চলে এসেছেন, '৭১-এর আগেই। দাদু পড়াশুনা শিখতেই চলে আসে। ওখানে যেহেতু মুসলিমদের উৎপাত ছিল... ভীষণভাবে অত্যাচার করতো মুসলিমরা। তো পড়াশুনার পরিবেশটা সেভাবে ছিল না। ক্লাস ৯-এ যখন আমার দাদু পড়ে, তখন ওখান থেকে চলে আসে। এইবার এখানে এসেই পড়াশুনা করেন, এখানে এসেই চাকরি সুত্রে সারা জীবন এখানেই থেকে যান, এখানেই বিয়ে, সমস্ত কিছু এখানে। তারপর থেকে,

আমার যে দাদুর বাবা-মা, ওনারা ওখানেই ছিলেন, কিন্তু ওখান থেকে যোগাযোগ ছিল, কারণ তখন তো অখণ্ড ভারত ছিল, অখন্ড বাংলা ছিল, তখন ভাগ হয়নি। তারপর যখন ভাগ হল, পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা নামে চলে আসলো, যারা ওখানে থাকতেন, তারা ওখানেই থেকে গেলেন। তাদের সাথে আর ওইভাবে যোগাযোগ নেই। দাদু যেহেতু এখানে থাকল, তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। আর ওখান থেকে আরো অনেকে এসেছে ফ্যামিলির, তারা পরে এসেছে... আর এখানেই তারা বসবাস শুরু করে। সব '৭১-এর আগে। '৭১-এর পরে আমাদের কেউ আমাদের ফ্যামিলির কেউ আসেনি।

প্রমাঃ আচ্ছা, যাইহোক... এইবার যেটা ব্যাপার, তুমি যে এই বলছিলে, 'এসেছে'... এই আসা নিয়ে কোন গল্প শুনেছো কখনও? এই ধর, কিরকম ভাবে এলো, কোন সময়ে এলো, সেই সমস্ত নিয়ে ছোট বেলা থেকে যা যা শুনেছো, একটু যদি বল।

অনুশ্রীঃ এই লুকিয়ে লুকিয়ে... সে তখন দুটো এ ছিল... একটা হচ্ছে কি, রাজ...ওরাও ছিল, মুক্তিফৌজ একটা দল ছিল, আর একটা... সামথিং কিছু ছিল, তো দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ভীষণ ভাবে দ্বন্দ্ব ছিল। একজন ছিল মুসলিম সাপোর্টার আর একজন ভালো কাজ করতো। তো দুটো দল... তো একজন... হিন্দুদেরকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করতো, হিন্দুদের বাঁচতে দেবে না। মুসলিমরা থাক, মুসলিমদেরকে অত্যাচার করতো না। কিন্তু হিন্দু ফ্যামিলি, বিশেষ করে মা বোনেদের উপর এতটাই অত্যাচার হতো, যে ওখান থেকে সবাই চলে আসতো। তো তখন যখন চলে আসছে, আমার ঠাকুরমা... আমার ঠাকুরমার বাড়িও বাংলাদেশে ছিল। বিয়ের পরেও বাংলাদেশে থেকেই বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরে বাংলাদেশ থেকে চলে আসে। সেও মুসলিমদের অত্যাচারেই চলে আসে। ওখান থেকে যখন চলে আসছে, সেই জিনিস পত্র সমস্ত... আমার দাদুর নামেই, মানে শুধু মাত্র দাদুর নামেই কত, সেভেনটি টু বিঘে জমি ছিল ওখানে। সেই সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। এখানে কিছু না নিয়েই চলে আসে। মানে পুরো বলতে গেলে খালি হাতে। এইবার যার ওখানে আমাদের ফ্যামিলির ভালো অবস্থা ওখানে, কিন্তু এখানে তো কিছু নেই, মুসলিমরা এখান থেকে যে মুসলিমরা ওখানে গেছে, তারা কিন্তু সব সম্পত্তিগুলো পাচ্ছে। কিন্তু এদের এখানে কিছু নেই। এখানে পুরো ফাঁকা। এখানে পুরো খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন করতে

হয়েছে। আমার ঠাকুমারা যখন চলে আসছে, তখন সেই পুরো জিনিস-পত্র টাকা পয়সা, কীভাবে চলে আসছে নিয়ে, সেই চুলের মধ্যে, চুলের যে খোঁপা করছে, মেয়েরা, সেই খোঁপার মধ্যে সোনা দানা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে খোঁপাটা ভালো করে এঁটে বেঁধে নিচ্ছে। নিয়ে মাথায়ে কাপড় তুলে দিচ্ছে, কারণ, তখনকার রেওয়াজ ছিল, যে মাথায় কাপড় দিতে হবে। তো মাথায় কাপড় দিয়ে নিচ্ছে, কেউ বুঝতে পারছে না যে চুলের মধ্যে কিছু আছে। তারপরে তেঁতুল যেটা, মানে টক যেটা, তার খোলাটা তার মধ্যে সোনার জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপরে কি বলি, বিভিন্ন ভাবে, জিনিসপত্র নিয়ে পারাপার করছে, যতটুকু পারাপার করা যায়, কারণ পুরো খালি হাতে, সোনার জিনিসটা বিক্রি করে দিয়ে তবু, এখানে চালানো যাবে। নাহলে কিভাবে এ করবে এখানে এসে, কিছু তো করার নেই এখানে, আর হঠাৎ করে তখন জিনিস-পত্র কিছু নেই। যে ভাবে যত দিন চলে, এই জন্য, ওভাবে নিয়ে আসে। তারপর ঠাকুমাদের বাড়িতেও শুনেছি, যে জমিদার বাড়িতে, যে জমিদার বাড়ি ছিল ওখানে... তো সেই সমস্ত ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসে। তো এখানে ঠাকুমারা পেয়েছে কিছুটা... মুসলিমদের ওখানে অনেক সম্পত্তির পরিবর্তে, মুসলিমদের সেই ওয়ান ফোর্থ বললেও চলে। এতো কম পেয়েছে এখানে এসে, ঠাকুমারা। আর দাদু এখানে এসে পরে চাকরি পেয়েছে। এখানে পড়াশুনা করে, দাদুর সমস্ত কিছু সার্টিফিকেট এখানকার। এখানকারই বাসিন্দা হয়ে যায় দাদু, এখানেই চাকরি পায়, চাকরি সূত্রেই আমরা এখানে। আমার বাবারও এখানেই জন্ম। আর আমাদের তো অবভিয়াসলি...

প্রমাঃ তুমি বলছিলে, এটা '৭১ সালের পরে, নাকি '৪৭ সালের পরে ?

অনুশ্রীঃ না, '৭১ সালে। দাদু এসছে, '৪৭-এর আগে, আর '৭১ সালের পরে এসেছে, আর সবাই।

প্রমাঃ আর বাকিরা, '৪৭ থেকে '৭১, ওই দিকেই ছিল?

অনুশ্রীঃ হুম

প্রমাঃ '৪৭ সালের পার্টিশন, বা এই সমস্ত কিছু নিয়ে কখন কিছু শুনেছো? এই যে দুটো দেশ, ভাগ হয়ে গেলো যখন... তখন কি... তোমার দাদু তো তখন এই দিকেই ছিল।

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ।

প্রমাঃ তখন তোর দাদুর কাছে বা কারুর কাছে, শুনেছিস? তখন কিরকম ছিল? উনি তখন থাকতেন কোথায়? হিঙ্গলগঞ্জেই থাকতেন?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। হিঙ্গলগঞ্জের গোবিন্দকাটি গ্রামেই থাকতেন। না। তার আগে দাদু... দাদু আসছে কিভাবে, যে গায়ক কিশোর কুমার যিনি, ওনারও তো পূর্ব বাংলায় জন্ম। তো দাদু এক সঙ্গে পড়াশুনা করতেন, ওনারা। এবার দাদুরও গানের দিকে ভীষণ ন্যাক ছিল। এবার ওনার সাথে বন্ধুত্বের সুত্রে চলে আসেন এখানে। আসার পরে এখানে কিশোর কুমার তো, গানের লাইনে চলে যান, আর দাদু পড়াশুনার লাইনেই থেকে যায়। এবার যোগাযোগ ছিল, তারপর, দাদু, এখানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশুনা করে। সুরেন্দ্রনাথ কিংবা বঙ্গবাসী দুটোর একটা যেকোন। তো এখানে পড়াশুনা করে গোবিন্দকাটিতে চলে যায়। গোবিন্দকাটি স্কুলে যেহেতু চাকরির সূত্রে আসে, সেই জন্য, দাদু ওখানে, গোবিন্দকাটি গ্রামেই বসবাস শুরু করে।

প্রমাঃ '৪৭ সাল নাগাদ তখনকার কোন গল্প শুনেছিস?

অনুশ্রীঃ '৪৭ সাল, তখন তো ইংরেজদের অসম্ভব অত্যাচার। ইংরেজ, মুসলিম, সব অসম্ভব একটা অত্যাচার। তো ওইসময় পার্টিকুলার আমার ফ্যামিলির কোন সেরকম ভাবে গল্প শুনিনি। মুসলিমদের শুনেছি, যে মুসলিমরা অত্যাচার করতো, এইটুকুই শুনেছি। আর যে যখন তখন লুঠতরাজ চুরি করা, তার পর মুসলিমরা এক এক সময়ে বাড়ির মধ্যে চলে এসেছে, সে যখন দেখছে যে বাড়ি ফাঁকা, বিশেষ করে, দাদা কিংবা বাবা এরা নেই বাড়িতে, বাড়ির মেয়েরা আছে, তখন ঢোকার চেষ্টা করেছে। আর মেয়েদেরকে তো বেরোতেই দিতো না। দিনের বেলাই মেয়েরা ঘরের মধ্যে থাকতো। সে একটা, মায়ের কাছেই এটা শুনেছি, যে

মায়েরা যখন মামার বাড়িতে গেছে, মায়ের মামার বাড়িতে, সেই একটা দীঘি ছিল, সেই দীঘি থেকে জল নিয়ে আসতে হত। সেই দীঘিতে মাকে যেতে দিতো না, কেন না, মা ওখানে, তখন কার তুলনায়, মা বেশ, দেখতে শুনতে ভালো ছিল, এবার দেখতে ভালো ছিল বলে, মুসলিমরা ভীষণ ভাবে, নিন্দা-মন্দ তো করতোই, তাছাড়া ওরা নাকি বিভিন্ন সময়, কি বলি, ফ্যামিলিতে চলে আসার চেষ্টা করতো, বাড়ির মধ্যে চলে আসার চেষ্টা করতো। ওই জন্য মাকে বেরোতে দিতো না। কিন্তু মা তো তখন ছোট ছিল, অতটা মা বুঝতো না। মা সবার সাথে যেতে চাইতো। বাড়ির বউরা যখন বেরোবে, সেও মুখে এতোটা করে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বেরোবে, তাও আবার সন্ধ্যের পরে তো বেরোতেই দিতো না ওদের কে। দিনের সেই যতটুকু সময়ে বেরোবে, সঙ্গে ছেলেরা থাকবে, মেয়েরা একা একা বেরোবে না। যদি মেয়েরা বেরোয় অনেক মেয়েরা একসাথে থাকবে, এইরকম ভাবে বেরিয়ে, সেই গুলো শুনেছি...

প্রমাঃ এটা কি এপারে? মানে, মায়ের মামার বাড়ির কথা বলছিলে, সেটা কি

অনুশ্রীঃ না, ওখানে।

প্রমাঃ আচ্ছা, কোন জায়গায়, এটা।

অনুশ্রীঃ ওটা হচ্ছে, পরাণপুর, একেবারে, বর্ডার পেরিয়েই ওপারটা। নদী পেরিয়ে

প্রমাঃ আচ্ছা, আর এই যে আসা হল, তখন কি নদী পেরিয়েই আসা হয়েছে? মানে...

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ।

প্রমাঃ আসা নিয়ে কোন গল্প শুনেছিস?

অনুশ্রীঃ যখন আসছে, তখন এরকম নদীর পাশে, ওই যে মুক্তিফৌজ আর কি যেন, রাজা... ওর নাম হছে... নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, তো নামটা একটু পরে মনে আসলে বলছি... তো এই দুটো দল ছিল। আর এখন যে শেখ হাসিনার বাবা, শেখ হাসিনার বাবা যিনি, তখন ওখানকার শাসক পদে, উনিই ছিলেন। ওনার দলে যারা ছিল, সেই মুক্তিফৌজরা, ওরা ভালো ছিল। কিন্তু, উনি তো মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেন, সেই জন্য হিন্দুদেরকে পারাপারের জন্য ভীষণ ভাবে ঝামেলা করে। আর মায়ের যে দাদু, আমার মায়ের দাদু, মানে দিদার বাবা, উনি, তখন গ্রামের যে প্রধান টাইপের যেটা ওটা উনি ছিলেন। উনি ভালো কাজ করতেন। মুসলিমরা ওটা সহ্য করতো না। এবার যেভাবেই হোক, মুসলিমদের কানে চলে আসে, যে, আমার মায়ের দাদুরা এখানে চলে আসছে। এবার দাদু কি করে, দাদুর কাছেও ওই খবরটা যায়, যে মুসলিমরা এটা জেনেছে, তো দাদু কি করেন, দাদু নিজে বাড়িতে থাকেন, আর নিজে না বেরিয়ে, বাড়ির এক এক করে সবাই কে, ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে সবাইকে এক এক করে পারাপার করছে। কিভাবে? না, সেই লুকিয়ে লুকিয়ে, রাত্তিরের অন্ধকারে। যখন জানতে পারছে, তখন গুলি করে মেরে দিচ্ছে। এরকমও হয়েছে। দাদু আসে এরকম, অনেক রাত্তির বেলা একদিন, অনেক লোকজন গার্ড করে দাদুকে পার করে দেয়। এপারে। আর যখন পার করে দিচ্ছে, আমার দিদার কাছে এটা শুনেছি, যে নদীর জলটা, জলের যে স্বাভাবিক কালার সেটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু লাল আর লাল। আর নৌকায় করে, যত জন হয় আরকি। একটা নৌকোয় যতজনকে তোলা সম্ভব, যে ভাবে হোক উঠেছে, উঠে পারাপার করছে। এপারে আসার চেষ্টা করছে। তো মা দেখছে ছোট্ট বাচ্চা, নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, রেখে চলে আসছে। সে অসম্ভব। মারধর তো করছেই, লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে, গুলি করছে, এসব। মা তার বাচ্চাকে রেখে চলে আসছে। আমার দিদার কাছে শুনেছি, যে দিদাদের চেনা পরিচিতদের মধ্যে অনেক বউরাই এরকম করেছে, যে কোলের বাচ্চাকে রেখে দিয়ে চলে এসেছে। তখন নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, নেবে কি করে? নৌকাটায় উঠেছে, বাচ্চাটা কে নেবে, নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। বাচ্চা নেওয়ার কোন উপায় নেই। এরকমও হয়েছে।

প্রমাঃ আচ্ছা, তুই যখন বলছিলি, মুখে চোখে বুঝতে পারছিলাম, তুই ফিল করছিস

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ...

প্রমাঃ এই আজকেও যে তুই এতোদিনের আগেকার একটা ব্যাপার। '৭১ তো তুই নিজে দেখিস নি। '৪৭ তো তুই দেখিসই নি। এই পুরো সময়টা জুড়ে এই যে পার্টিশন বা দেশ ভাগ তোর কাছে মনে হচ্ছে খুব লিভিং তো এটা নিয়ে তোর কিছু বলার আছে, একটু বল, যে এখন তুই কি মনে করিস।

অনুশ্রীঃ এটাই মনে হয় যে দেশ ভাগটা তো মেইনলি ইংরেজদের জন্যই হয়েছে। ইংরেজরা যাতে আবার ফিরে আসতে পারে। ওরা তো ওই কারণেই এটা করে গেছে। যেহেতু এটা ওদের সুবিধার্থে হয়েছে... তো এই দেশ ভাগটা যদি না হতো। আগে তো অখণ্ড বাংলা যখন ছিল, পুরো এতো বড় একটা বাংলা ছিল, তখন আমাদের, মানে কি বলে, ওখানে যখন আমরা বসবাস করতাম, সবার মধ্যে যে একতাটা ছিল। আমরা একই ফামিলির মেম্বার, মানে আমার ঠাকুরদার ভাইয়ের ছেলে যারা, তারা ওখানে থেকে গেছে, তারা তো আমাদের রেলেটিভের মধ্যেই, আমদের রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু তারা এখন ওখানে, সম্পূর্ণ বলতে গেলে ওরা আমাদের কাছে বিদেশী। বাংলাদেশ মানে আলাদা একটা দেশ। আলাদা একটা রাষ্ট্র। তো ওরা অন্য দেশের আমাদের কাছে। বিদেশের লোক বলে পরিচিত। আমাদের কাছে। তাদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। এতো কাছাকাছির সম্পর্ক কিন্তু কতটা দূরের, সেই দিক থেকে খুব খারাপ লাগে। আবার আমার মায়ের মামারবাড়ি, সেটাও ওখানে, ওনারা এখন ওখানেই আছেন কেউ কেউ। ওনারা যখন এখানে আসেন, তখন দেখেছি সেই, চোরাই পথে হোক, ভিসা করে হোক, ভিসা করে হয়তো এক মাসের, যখন এক মাস টাইম থাকে, তখন এক মাসের মধ্যেই যেতে হয়ে। তো তার কোন এদিক ওদিক করা যায় না। তো কেমন খারাপ লাগে, যে এতো নিকট আত্মীয়, অথচ কাছাকাছি এসে থাকতে পারবে না। তো অনেকে মায়ের যারা মামারা আছে, এখানে, তারা এসে, যে তাদের কাছে থাকবে, তাদের ছেলে মেয়েদের কাছে থাকবে, সেটুকুও পারবে না বাবা মা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চলে যেতে হবে।তো খারাপ লাগে খুব যে এতোটা কাছাকাছির হয়েও এতোটা দূরের সম্পর্ক বহন করতে হয়।

প্রমাঃ আর এই ধর তুই বলছিলি, যে কেউ রয়ে গেছে, বা অনেকে চলে এসেছে, কখন শুনেছিস, যে যারা রয়ে গেছিল, তাদের কোন গল্প, তারা কিভাবে রয়ে গেল, তাদেরও তো নিশ্চই একই রকম সমস্যা ফেস করতে হয়েছিল।

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। তাদেরও একই রকম সমস্যা ফেস করতে হয়েছে, কিন্তু, কি হয়েছে, যারা মুসলিমদের সাথে তাল মেলাতে পেরেছে তারা থাকতে পেরেছে, যারা তাল মেলাতে পারেনি তারা থাকতে পারেনি। আমার একজন জেঠু আছেন। উনি, উনি এখন ওখানকার কি বলে ওটা, কি বলে ওটা, উনি লইয়ার ওখানকার, তো উনি মুসলিমদের সাথে নিশ্চই তাল... ওনার সাথে আমার কোন দিন কথা হয় নি, ফেস টু ফেস কোনদিন। ওনাকে দেখিনি আমি। নিশ্চই উনি মুসলিমদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছেন, বলেই ওখানে আছেন। নাহলে মুসলিমদের এতো অত্যাচার, তারপরও থেকেছেন কি করে? থাকা অসম্ভব। যেমন আমার দাদু থাকতে পারেননি। দাদু ওখানে পড়াশুনা করতে পারেনি, দাদু চলে আসলেন, কিন্তু, উনি নিশ্চই থেকেছেন, বলেই তো চাকরিটা পেয়েছেন, এমনি এমনি তো লইয়ার হতে পারেননি। সেখানে ওকে মানিয়ে নিয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছে, এসব প্রবলেমগুলো ফেস করে। আমার মনে হয়, আমার নিজস্ব মতামত এটা, নিশ্চই মুসলিমদের সঙ্গে এমনি, মানে, মানিয়ে নিতে পেরেছেন আরকি, সেই জন্য তারা থেকে গেছে।

প্রমাঃ আর তুই বলছিলি, বর্ডার তোর বাড়ির খুব কাছে, বর্ডার তুই খুব কাছ থেকে

অনুশ্রীঃ একটা ছোট্ট নদী।

প্রমাঃ হ্যাঁ

অনুশ্রীঃ মানে খুব হাস্যকর লাগে। একটা ছোট্ট নদী। নদীটার, মানে, এই সাইডটায় ভারতের লোকজন নামে, আমরা নামতে পারি। আর ওদিকটায়... নদীর মাঝখানে কেউ আসতে পারবে না। নদীর ওদিকটায় বাংলাদেশের লোক নামবে, এদিকটায় ইয়ের লোক নামবে, ভারতের লোক নামবে। আর সারাক্ষণ পুলিশরা তো গার্ড-এ থাকেই। ওপারেও থাকে,

এপারেও থাকে। তো নদীর জল ঠিক আছে, যখন কারফিউ হবে, নদীর জলে তো কেউ, অনেক দূরের কথা, নদীর রাস্তাতে কেউ উঠতে পারবেনা। একটা ছোট্ট মানে, কি বলি, নদীটা এতোটাই ছোটো, যে ওপারের লোকজন কে দেখা যায়। পুরোপুরি। হাঁটছে, গাড়ী যাচ্ছে, আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই।

প্রমাঃ তুই বললি, একটা কথা, 'কারফিউ' হবে, এটা কি জিনিস?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ কারফিউটা হচ্ছে, এ... যখন দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত গরু পারাপার, হয়না... ওখানে ঈদের সময়ে তো ভারত থেকে গরু যায়। এবার ভারত থেকে যে গরুটা যায়, পুলিশ চেষ্টা করে, যে গরু পারাপার না করে। ওরা গার্ড দেয়। যারা সাধারণ লোকজন, ওখানে তো অনেকেই আছে, ওখানকার জীবন যাপন তো ভীষণ মানে কষ্টকর। ওখানে তো চাষবাসই প্রধান, কিন্তু চাষটাও ঠিকঠাক করে হয়না যার জন্য আর্থিক অবস্থা ভীষণ খারাপ ওখানকার লোকজনের। তা অনেকে খুব কম কষ্ট করে যদি টাকা ইনকাম করতে পারে সেই চেষ্টা করে। তো গরু পারাপার করে এই চেষ্টাটা করে, গরু, চিনি, তারপরে মাছ। তো গরু যখন পারাপার করে যদি কড়া গার্ড থাকে, তাহলে পারাপারের প্রবলেম হয়। এবার এই সময় কি হয় যখন কোন কড়া গার্ড যায়, তখন কারফিউ জারি হয়। এতো গরু পারাপার হুচ্ছে, বন্ধ করবে কি করে? বন্ধ করার জন্য কোন একটা, কিছু একটা দরকার। তখন কারফিউ জারি হয়। কারফিউ হলে রাস্তায় কেউ আসবেনা। কারুর সাহস নেই রাস্তায় ওঠার। সারা রাত পুলিশ পাহারা থাকবে। তো তখন কারফিউটা করে সবাইকে আটকে দেওয়া হয়। বললো, সন্ধ্যে ৭ টার পর থেকে কেউ আর রাস্তায় আসবে না। তাই যতই প্রবলেম হোক, কেউ আর রাস্তায় আসবেনা। দেখা যাচ্ছে এমনও হয়, ফ্যামিলিতে কেউ অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তখন তো বেরোতেই হবে। তখন কি করবে? তখনকার নিয়ম, এটা ভীষণ হাস্যকর লাগে, হাতে একটা লন্ঠন থাকতে হবে। আগে ছিল লন্ঠন, আমি যখন ছোট তখন দেখেছি, লন্ঠন। আর এখন দেখছি হাতে টর্চ থাকতে হবে, লাঠি থাকতে হবে, আর ওই, মানে আমি যে ওখানকার বাসিন্দা, একটা আই ডি থাকলে আর কিছু দরকার নেই। তুমি যেতে পারবে। পুলিশ ধরলে, তবু দেখিয়ে, হ্যাঁ আমি, ছেড়ে দেবে আমাকে। কিন্তু এগুলো যদি না থাকে, ওরা নিয়ে যাবে।

প্রমাঃ আচ্ছা, আর তুই, ওই যে বলছিস যে গরু পারাপার এটা কি ওই জল পথেই?

অনুশ্রীঃ জল পথেই হয়। আমার বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা আছে, সেই উড়িষ্যা থেকে গরুগুলো আনে। খুব বড় বড় গরুগুলো। রাত্তির বেলা শুধু শোনা যায় গরু যাচ্ছে আর মানুষ তার পেছন পেছন যাচ্ছে। কোন... শুধু গরুর আওয়াজ পাওয়া যাবে। আর ওইটা কি করে, নৌকা, ছোট ছোট যে ডিঙি নৌকা গুলো। নৌকা তে মানুষ থাকে, গরু গুলো, অনেকগুলো গরু একসাথে একটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধে। বেঁধে ওদেরকে জলে নামিয়ে দেয়। দিয়ে জল দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যায়। যেহেতু ছোট নদী। এবার, এতোটা এগুলো খারাপ লাগে, গরু, ওরও তো একটা জীবন আছে, ওরও তো ভয় আছে। যখন পুলিশ যখন জানতে পারে, যে গরু পারাপার হচ্ছে, যদি পুলিশ... ওরা কি করে, ঘুষ তো নেয়। ওরা তো টাকা দিয়ে পারাপার করে। নাহলে কি করে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও বর্ডার এলাকায়, এরকম গরু পারাপার হবে? তো ওরা যখন...জানতে পারবে যে এরকম গরু নিয়ে যাচ্ছে, আটকে দিল; মানুষগুলো নৌকা থেকে নেমে গেল। সাঁতার দিয়ে চলে গেল। গরুগুলোকে ছেড়ে দেবে। গরুগুলো মরলো কি বাঁচল দেখবে না ওরা। আর যদি পেয়ে যায় গরুগুলো কে, ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাবে, আটকে রাখবে। মানুষগুলোকেও আটকে রাখবে। এবার মানুষদের তো অত ধরতে পারলো না। দেখা যাচ্ছে গরুগুলোকেই ধরতে পারলো। অনেকে তো থাকে, গরু, অতগুলো গরু, ৫০টা, ৬০টা, ১০০টা গরু। এতোগুলো গরু, ওদের তো লোকসান হয়। সবাই তো প্রফিটটা চায়, তাই না! এবার লোকসান হল, ওরা ওই গরু ছাড়ানর জন্য আবার ক্যাম্পে যায়। পুলিশকে টাকা দেয়, দিয়ে গরুগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। গরুগুলোর গায়ে মার্ক করা থাকে। হ্যাঁ। যখন পুলিশে নিয়ে যায় ওরা আরেক রকম মার্ক করে। মানে, একজন মানুষ তার গরুগুলোকে, অনেকে তো এইভাবে গরু নিয়ে যায়, কে কার গরু চিনবে কি করে? সবার একটা নির্দিষ্ট একটা ইয়ে থাকে, যেটা দিয়ে ওরা চিনতে পারে ওকে, একটা সিম্বল দিয়ে রাখে। পুলিশে তার ওপর আরেকটা সিম্বল করে দেয়। যার জন্য আমরা দেখেই বুঝতে পারি। আমরা আগে তো, এখন তো তবু একটু কম দেখি, আগে তো দেখে দেখেই আমরা বুঝতে পারতাম, যে এটা পুলিশে ধরেছে, ধরে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। যে গরুটা নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের দিকে, সেটা আবার যখন ওই রাস্তা দিয়ে

ব্যাক করছে, তখন বুঝতে পারি এটা পুলিশে ধরেছে, নিয়ে যেতে পারেনি। তারপর আমরা শুনি যে, এরকম একটা গ্যাং থাকে। হয়তো ১০-১২ জন, কি ১৫ জন এরকম একটা গ্যাং থাকে। ওরা যখন গরু পারাপার করে বর্ডার এলাকায়, কারফিউ তো সব সময়ে হয় না; বর্ডার এলাকায় ওরা হাঁটতে থাকে। ওদের নির্দিষ্ট ডিসট্যান্স, এই ধরুন ২ মিনিট, ৩ মিনিট ডিসট্যান্সে দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ আছে। কিন্তু পুলিশ কে বুঝতে দেবেনা যে ওরা আছে। আর বর্ডার এলাকায় কি হয়, পুলিশ থাকে, ওদের তো ডিউটি টাইম ভাগ করা থাকে। এ ১ ঘন্টা থাকবে, ও তারপরের ১ ঘন্টা থাকবে। তো একজন থাকলো। সে নিশ্চয়ই এতজনকে দেখে বুঝতে পারবেনা। হয়তো একজনকে দেখছে। দেখে ভাবছে, এমনি বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যেবেলা, কি রাত্রিবেলা দাঁড়িয়ে আছে, কোন কারণে। আর অনেক সময়ে তো ওরা নিজেরা থেকেই তো পারাপার করায়। এমনি কিছু বলে না। গরু যখন পার করে, ওদের এরকম সংকেত দেওয়া থাকে, কোন একটা আওয়াজ করবে। করলে বুঝতে পারবে যে পুলিশ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সব পালাবে, গরু নিয়ে। গরু নিতে পারলে, যদি গরু নিতে পারল তো পারল, নয়েতো নিজেরাই পালাবে। আগে নিজেদের জীবন, তারপর, গরু তো থাক। নিজেরা বাঁচতে পারলে পরে আবার গরু হবে। এরকম একটা ব্যাপার ওদের। আর আমরা আগে তো দেখেছি ছোট বেলায়, সন্ধ্যেবেলায় যেই বেরোবো, সব গাড়ি যাচ্ছে, মানে চিনি আর মাছ। ভোর বেলা উঠে যারা মর্নিং ওয়াকে বেরোবে তারা দেখবে রাস্তায় মাছ পুরো ভর্তি। আর তার বাজারে যাওয়ার দরকার নেই। বড় বড় মাছ সব রাস্তায় পরে আছে, চিনিতেও রাস্তা সাদা হয়ে আছে। এরকম।

প্রমাঃ আচ্ছা, মাছ গুলো কি তোদের ওই সামনের নৌকোর, মানে, সরি, সামনের নদী থেকেই আসে, নাকি?

অনুশ্রীঃ এটা জানিনা।ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি। এখন মাছ দেখতে পাইনা। এখন গরুটাই দেখতে পাই। তাও মানে ওই -- সচরাচর যায়না। ওরা কোন পথ দিয়ে নিয়ে যায়, বুঝতেও পারিনা।

প্রমাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। আর

অনুশ্রীঃ আর ওখানে সরবেড়িয়া বলে একটা জায়গা আছে। সরবেড়িয়াটা এদিকে। কিন্তু সেখানে প্রচুর গরু রাখা থাকে। বলছে প্রচুর কড়া গার্ড। পারাপার নেই। নিশ্চয়ই গরুগুলোকে উড়িষ্যাতে পাঠিয়ে দিচ্ছে না আবার। গরুগুলোকে তো পারাপারই করছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে সেই গরুগুলোকে আর নেই। ওরা কখন পারাপার করে, আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারিনা। এমনও হয়েছে অনেক বার, মানে, পুলিশের তাড়া খেয়েছে একদিন কি হয়েছিল, সন্ধ্যে বেলা পড়ছি। সন্ধ্যে বেলা, না, ওই সাড়ে ১০টা, ১১টার দিকে পড়ছি। হঠাৎ এরকম পাশের বাড়ির কাকুর গলা পেয়েছি। আর আমাদের সামনে দিয়ে ইট বিছানো। ইটের উপর দিয়ে কেউ ছুটে গেলে যেমন আওয়াজ হয়, ওরকম আওয়াজ পেয়েছি। বাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলো, কিছু দেখতে পেলো না। বুঝতে পেরেছে, যে কেউ একজন ছুটে চলে গেছে। পাশের বাড়ির কাকু ঢুকছিল বাড়িতে। বৃষ্টি হচ্ছে। তো দ্যাখে আমাদের পথের ওখানে একজন বসে আছে ঝোপের মধ্যে। কাকু লাইটে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে বলছে, 'কি ব্যাপার এখানে'? সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, 'চুপ, চুপ, চুপ'। 'কোন কথা বলবেন না। পুলিশ আছে'। বলে সে হাত জোড়-ফোড় করছে। তো কাকু আবার তাকে ছেড়ে দিয়েছে। কি করবে? ধরিয়ে দিয়ে কি লাভ? সেই তো কিছু দিন পরে আবার টাকা দিয়ে চলে আসবে। বড় জোর কিছু মার খাবে। চলে তো আসবে। কাকু ছেড়ে দিয়েছে।

প্রমাঃ এই ধর, এই যে এতো পারাপার হচ্ছে...তুই বুঝতে পারছিস, গরু যাচ্ছে, চিনি যাচ্ছে,মাছ যাচ্ছে, তুই যেতে পারছিস না।

অনুশ্রীঃ না...

প্রমাঃ এইটা নিয়ে তোর কিছু মনে হয়ে না, যে...

অনুশ্রীঃ অনেকে যায়। অনেকেই যায়। ওখানে তো পুরো একটা ছোট নদী যেহেতু, রাত্রিবেলা ওদের টাইম মেনশন থাকে। যে এই টাইম থেকে এই টাইম, গার্ড কম আছে। পারাপার করে দেবো। ওরা চার হাজার, কি পাঁচ হাজার, এরকম ছোট ছোট, যার কাছে যত বেশি

লাগেজ থাকবে, তার কাছ থেকে তত বেশি টাকা ইনকাম করবে। যদি খালি হাতে যায়, কম টাকা। ওই ছোট একটা নদীর জন্য, ওরা নৌকা পারাপার করে দেবে, আড়াই হাজার, তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার, যার কাছ থেকে যত নিতে পারে। এভাবে পারাপার করে। কিন্তু আমার কাছ থেকে, আমার তো সেরকম কোন দিন কোন সুযোগ হয়নি। আর তাছাড়া বাবা-মা ছাড়বেও না। যেহেতু, মেয়ে বলে একটা কথা না। ছেলে হলে, ও যাচ্ছে যাক। কিছু হবে না। আর মেয়ে। অত রাত্তির বেলা বাবা মা তো ছাড়বে না। আমি গিয়েছি, সেই আড়াই বছর বয়েসে। আমার মনে পরেনা।

প্রমাঃ কোথায় গিয়েছিলি? আড়াই বছর বয়েসে কি বলছিলি?

অনুশ্রীঃ আমার বাড়িতে, দেশের বাড়ি যেখানে আছে, সেখানে।

প্রমাঃ আচ্ছা, এই যে তুই বলছিস দেশের বাড়ি আছে আমার ওখানে, এবার ধর যদি আজকে হঠাৎ করে তোকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বাড়ি কোথায়?" তুই প্রথম, তোর কি মনে হবে? বাড়ি কোথায় বা দেশ কোথায় এই কথাগুলো...

অনুশ্রীঃ ভারত।

প্রমাঃ ভারত? কখন-ও মনে হয় না যে ওই দিকটায় কিছু আছে, না আছে?

অনুশ্রীঃ না। ফার্স্ট ওটা মনে হবে না। সেকেন্ড এটা মনে হয়। কারণ, ওখানে যেহেতু আছে আত্মীয়স্বজন, সেই জন্য মনে হয়, কিন্তু, মনে হলেও কিছু করতে পারিনা। আমার নিজের খুব ইচ্ছে করে যে এইতো ছোট্ট এইটুকু একটা নদী। তাহলে চলে যাই। যেতে তো পারবো। একবার সুযোগ হয়েছিল। আমার অনেক বন্ধুরা মিলে যাচ্ছিল। ওরা চোরাই পথেই যাচ্ছিল। তো বলল, চল যাই। হঠাৎ করে পেয়ে গেছে সুযোগটা। বাড়িতে বাবা মাকে জানানো হয়নি। যার জন্য যেতে পারিনি। ওই একবারই সুযোগ এসেছিল। আর কোনদিন আসেনি।

প্রমাঃ না, এই ধর এই যে ভিসা, পাসপোর্ট, মানে এই নদী পেরোতে গেলে, সত্যিকারের পথ দিয়ে যেতে হলে ভিসা পাসপোর্ট লাগবে। আদারওয়াইস তোমাকে চোরাই পথে যেতে হবে।

অনুশ্রীঃ হুম।

প্রমাঃ এইটা নিয়ে তোর খারাপ লাগেনা, যে এটার কি মানে?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। যারা চোরাই পথে যাচ্ছে, ওরা তো জীবন সংশয়ে থাকে, যদি ধরতে পারে। আর আমাদের বর্ডার এলাকায়, মানে ওরা তো, যেকোন মুহূর্তে ওদের তো গুলি চালানোর পারমিশান থাকে। তো অনেক সময় ওরকম হয়। পুলিশ দেখতে পায়, যখন আরকি, মিলিটারি যখন খুব ভালো কড়া গার্ড দেয়। কি হয়, ওদের তো গুলির পারমিশন থাকে, ওখানে কড়া গার্ড থাকতে দেয়না। ওখানকার মানুষরা কড়া গার্ড থাকতে দেয়না। মেরে দেয়। আমি দেখেছি, আমাদের ওখানে একজন পুলিশ ছিলেন। খুব ভালো উনি। আর এতো রেসট্রিকশন ওনার। ওনার সময়ে কেউ পারাপার করতে পারতো না। তো তাকে মেরে দেয়। ওখানকার যারা আরকি... পুলিশ ফোর্সরাই মেরে দেয় ওকে। খুন করে দেয়।

প্রমাঃ কারা মারে দেয় বললি? বুঝলাম না।

অনুশ্রীঃ পুলিশেরাই মেরে দেয়।

প্রমাঃ আচ্ছা।

অনুশ্রীঃ ওদেরই লোকজন ওই পুলিশকে মেরে দেয়। আর পারাপার বলতে, রাত্তির বেলা কি হয়, নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে তো পারাপার করে, আর সেই টাইমের পরে হলে, ওরা বলেই দেয়, যে আপনাদের আমরা এখান থেকে ওখানে নামিয়ে দেবো। জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দেবো,

উঠে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। এটা বলেই দেয় ওরা যে যদি কিছু হয়ে যায়, তার দায়ী আমরা থাকব না। যেতে পারবেন তো এইভাবে? আর যদি তাতে রাজি থাকে তো যেতে পারে, নাহলে যেতে পারেনা। দেখা যাচ্ছে এরকমভাবেও মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে যে স্পিড বোটে পুলিশ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ইচ্ছে সেখানে, নদীর মাঝখানেও নামিয়ে দিয়ে যে যেদিকে ইচ্ছে উঠে যায়। আর যে সাঁতার জানেনা, সে ওই নদী পেরনোর কথা ভাবতেও পারবে না। আর পাসপোর্ট, ভিসা করে যারা যায় সেটা হচ্ছে বনগাঁ বর্ডার। বসিরহাট আমাদের ওখানে। বসিরহাট থেকে বনগাঁ বর্ডার দিয়ে যায়।

প্রমাঃ আচ্ছা, এই যে এতো লোক, এতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরকম ভাবে দল বেঁধে, এরকমভাবে যায় কেন?

অনুশ্রীঃ কারণ পাসপোর্ট, ভিসা করতে তো টাইম লাগবে, অনেকের দেখা যাচ্ছে আত্মীয়-স্বজন আছে। আর্জেন্ট, যেতেই হবে তার। আর এটা ব্যয়সাপেক্ষ। এতো টাকা দিয়ে কারুর যাওয়ার, অনেকের তো থাকেনা, এতো টাকা দিয়ে যেতে পারেনা। তো এটা দিয়ে কম টাকায় চলে যায়। ওখান থেকে কোন জিনিস পত্র নিয়ে আসা। তারপরে কিছু শিখে আসা। ওখানে সোনার কাজটা, বাংলাদেশে সোনার কাজটা খুব ভালো হয়। অনেকে সোনার কাজ শেখার জন্য ওখানে যায়। গিয়ে ওখান থেকে শিখে এসে নিজে ব্যবসা খোলে।এরকমও হয়।

প্রমাঃ আর তুই বলছিলি তোর অনেক আত্মীয়-স্বজন ওখানে আছে, বন্ধু-বান্ধবও রয়েছে, তো এইটা কখন মনে হয়নি, যে একটা ভিসা পাসপোর্ট করালেই তো ওদিকে যাওয়া যায়?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ কিন্তু কোন তো একটা রিজন দেখাতে হয় যে আমি কি জন্য যাচ্ছি। তো আমি কি রিজন দেখাবো? আমার কোন দিন এখনও সেরকম হয়নি।

প্রমাঃ আচ্ছা, এই যে তুই বলছিলি, নিঃস্ব হয়ে চলে এসেছিল ওরা সবাই। কিছুই অলমোস্ট নিয়ে আসতে পারেনি। খানিক সোনার কিছু যদি, এখানে ওখানে। এখানে এসে তারপরে

জীবনটা শুরু হল কি করে? কখনো শুনেছিস? কি স্ট্রাগল করে, কিরকম ভাবে উঠে এসেছে?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। আমার দাদু যখন চলে আসে, দাদু তো এখানে পড়াশুনা করেছে। আগেই বললাম। তো চাকরি এখানে পাওয়ার পরে, মানে চাকরি পাওয়ার আগেই বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়ার পরে ঠাকুমা বাপের বাড়িতেই থাকতো, থাকতেন আর কি। কিছু দিন ওখানে থাকার পরে দাদু যখন এখানে পুরোপুরি সেটলমেন্ট হয়ে যায়, চাকরি পেয়ে যায়, তারপরে ঠাকুমা কে নিয়ে আসে। তারপর ওখান থেকে, এখানে দাদু চাকরি পেয়ে গেলেন, সে জন্য দাদুর অতটা প্রবলেম হয়নি। কিন্তু আমার মায়ের বাবারা, ওখান থেকে যখন চলে আসে এখানে, মুসলিমরা ওখানে জমি নিয়ে নেয়, আর এখানে তার পরিবর্তে এখানকার জমি ওরা দিয়ে যায়। যে জমিটা দিয়ে যায়, সে জমিটা এতোটাই খারাপ ছিল, সেখানে চাষ করার মত উপযুক্ত না। জমিটা এবড়ো খেবড়ো উঁচু-নিচু, এরকম। কোন জায়গায় আবাদে, বসত বাড়ির মত, ঢিপি মতন করা। তো এরকম জায়গায় তো বাড়ি করে, এ... চাষ বাস করা সম্ভব না। আর কাঁটা, প্রচুর কাঁটা বন। কাঁটা বনের মধ্যে জমি। এখানে এসে জ্বালানিরও ভীষণ অভাব। যে রান্না করবে সে জ্বালানির অভাব। তো কাঁটা বন কেটে কেটে গাছ কেটে কেটে পোড়ানোর ব্যাবস্থা করে। এরকমও হয়েছে, যে এতোটাই খারাপ জায়গা যে, গাছটা-সাপ, ভীষণ বড় একটা... মানে, মায়ের কাছে আমি, ইয়ে, দিদার কাছে আমি গল্প শুনেছি সাপটা নাকি এতোটার মত মোটা হবে। আর পুরো গোল হয়ে, মাথাটা উঁচু করে, ও মরে আছে ওই কাঁটার মধ্যে। হয়েতো কাঁটা আটকেই মারা গেছে, এমনও হতে পারে। তো গাছ কাটতে কাটতে ওর মধ্যে পেয়েছে। এতোটাই খারাপ জমি ছিল সেখানে। সাপ ভর্তি। এখানে এসে ভীষণ কষ্ট করে, তাই এখানে এসে আর্থিক অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। আমার দাদু চাকরি পেয়ে যায়, দাদু এখানে পড়াশোনা করে। সেইদিক থেকে ঠিকই ছিল। কিন্তু মায়ের বাবাদের অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

প্রমাঃ ওনারা কি করে, মানে ওনারা তারপরে...

অনুশ্রীঃ ওই চাষ-বাস করে, কাঁটা-বন পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রকম কাজ করে... মানে ওছাড়াও, চাষ বাস তো ছিলই তাছাড়া যাদের আরকি, অন্যের বাড়িতে কাজ করা, তারপরে আরকি, এরকম ধরণের কাজ করে জীবন চালায়।

প্রমাঃ আচ্ছা, আর তুই এই যে বলছিলি যে জমি এক্সচেঞ্জ এর কথা বলছিলি। এইটা কি করে, এই ডিলটা কি করে হয়েছিল? কখন শুনেছিস?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ।আমার দিদা'র কাছে এটা শুনেছি। দিদাদের ওখানে সাড়ে তিনশ বিঘার উপরে জমি ছিল। সেই জমিটা ছেড়ে দিয়ে, ওরা নাকি এখানে কত ৩৫ বিঘা, ৩৫ বিঘার একটু কম জমি ওরা এখানে পায়। কিন্তু সেই জমিটার অবস্থাও এতোটা খারাপ।

প্রমাঃ আচ্ছা।

অনুশ্রীঃ আর, ওখানে আমাদের যে বাড়ি ছিল, আমাদের না, মায়ের যে বাড়ি ছিল, মায়ের... মামারবাড়ি, সেটা, সেই বাড়িটা খুব ভালো ছিল। সাজানো গোছান ঘর বাড়ি খুব ভালো। কিন্তু এখানে মুসলিমদের বাড়ি এসে দেখছে, পুরো, মানে, ভীষণ নোংরা, আর একটুও গোছানো না। ঘরবাড়িও ভালো না। এরকম পরিস্থিতিতে এসেছে। এক্সচেঞ্জ বলতে এই।

প্রমাঃ মানে এই যে মুসলমান এই বাড়িটার কথা কি ওরা আগে থেকেই জানতো যে এখানে আসবে? মানে কথা হয়েছিল কোন ভাবে, নাকি... মানে কোন ডিল হয়েছিল নাকি জাস্ট এমনি এসে...

অনুশ্রীঃ না। ডিল হয়েছিল ওখান থেকেই।

প্রমাঃ সেটা কিরকম? কিছু শুনেছিস কখন?

অনুশ্রীঃ যেহেতু আগে তো যেহেতু অখন্ড বাংলা ছিল। ওখানকার লোকের সাথে এখানকার লোকের যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে যখন দেখছে যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, চলে আসতে হবে মুসলিমরা ওখানে যাবে। তখন এদের সঙ্গে কথা হয়। এইভাবে আসে। যে যখন যে ভাবে পেরেছে আরকি, সে সেভাবে চলে এসেছে। তো এটা শুনেছি যে ওখান থেকে লোকজন আসছে, জানতে পারছে যখন, ওই রাজাকাররা যখন জানতে পারছে, তখন গুলি করে মেরে দিচ্ছে, পিটিয়ে মারছে। আর যারা চোরাই পথে আসতে পারছে, ভালো। মানে চোরাই পথ বলতে, লুকিয়ে আসতে পারছে, ওদের না জানিয়ে তারা ভালো ভাবে আসতে পারছে। আর ওই যে, মুক্তি ফৌজ যারা ছিল, ওরা হেল্প করতো। চলে আসার জন্য হেল্প করতো হিন্দুদের।

প্রমাঃ আচ্ছা, আর এই যে ধর এই, এতো দিনের একটা হয়ে যাওয়া জিনিস, সেটা কি আজকেও তুই ফিল করতে পারিস? তোর কালচার, তোর রোজকার দিনের গল্প, গল্প তো শুনেছিস বটেই, পুজো আচ্চা, পার্বণ, রেওয়াজ, ইত্যাদি, ইত্যাদিতে কখন বুঝতে পারিস, যে হ্যাঁ আমি খুব বাঙাল। এই ব্যাপারটা খুব বুঝতে পারিস কি?

অনুশ্রীঃ না। বাঙাল বুঝতে পারিনা। যেহেতু আগে যখন অখণ্ড বাংলা ছিল। তখন তো বাঙাল বলে কিছু মেনশন ছিল না এরকম। আর অখণ্ড বাংলা হওয়ার আগেই, মানে বাংলা ভাগ হওয়ার আগেই, আমরা চলে এসেছি। আমার জন্ম এখানে, বাবার জন্ম এখানে, দাদুও এখানে চলে আসে। দাদু ক্লাস ৯-এ চলে আসে। মানে অনেকটাই ছোট। তাই বাঙাল বলে যে একটা ইয়ে, এটা কোনদিন আমি পাইনি।

প্রমাঃ না, এই 'বাঙাল বলতে একটা ইয়ে', মানে কি বলছিস?

অনুশ্রীঃ 'ইয়ে' বলতে, বাঙাল বলতে যেটা বোঝায়, সেটা আমি কোনদিন আমার ফ্যামিলির মধ্যে পাইনি। তবে বাংলাদেশ-এর রীতি-নীতি'র মধ্যে বললে, একটা জিনিস পাই, ওই যে পৌষ মাসে বামনি দেওয়া, সেই কি কুল পাতা নিয়ে, তারপরে ধান নিয়ে আর হ্যাঁ, এরকম মাটির প্রদীপ বানিয়ে আর আতপ চালের আলপনা এঁকে ওর মধ্যে ওই প্রদীপগুলো বসানো। এটা বামনিটা দেওয়া হয়, শীত কালে, মানে পৌষ মাসে দেওয়া হয়। এইটা দেখেছি। আর সরস্বতী পুজো হলে

একমাত্র সেই, সরস্বতী পুজোর দিন পিঠে খাওয়া। আর হচ্ছে... না পিঠে খাওয়া হচ্ছে বামনির দিন, সরি, পিঠেটা বামনির দিন আর সরস্বতী পুজোর দিন হচ্ছে গুড় আর গুড় আর ওটা কি বলে, চিঁড়ে। চিঁড়ে-গুড় খাওয়াটা এই দিনে হবে। সরস্বতী পুজোর দিন। ওটা খেতেই হবে।

প্রমাঃ আচ্ছা। আর কখন মনে হয়েছে, আশেপাশের লোকেরা বাঙাল বলে কিরকম একটা এ করছে, তুই একদিন বলছিলি আমাকে, বাঙাল... আমরা বাঙাল নই। এই ধরণের একটা কথা। এইটা কেন বলছিলি? মানে বাঙাল বলে কি কখন কোনদিন কিছু, অস্বস্তি বোধ করেছিস, যে আশে-পাশের লোকেরা একটু নিচু চোখে দেখছে। বাঙাল, এটা ঠিক নয়।

অনুশ্রীঃ না, আমাদের কোন দিন বাঙাল বলে ফিল করিনি যে অন্য কেউ নিচু চোখে দেখছে। কিন্তু যখন আমি বন্ধুদের বলেছি, আমার বন্ধুদের যে, এখানে যখন আমি চলে আসি, পড়াশুনার জন্য, নামখানাতে, ক্লাস ১১-এ, তখন যখন শুনেছে যে আমাদের বাংলাদেশে বাড়ি ছিল, তখন ওরা বলে বাঙাল। আমি বলি, না, আমি তো কোন দিন শুনিনি যে, আমাদের ফ্যামিলিকে বাঙাল বলে। তো ওদের কাছে দেখেছি যে বাঙাল বলে একটু কেমন করেছে। কিন্তু আমি ছোট থেকে, যারা বাঙাল, আমি শুনেছি, আমি নিজে কেমন করেছি। ওদের কালচার, ওদের কথা বার্তা সম্পূর্ণ আলাদা। আর ওদের যে, যেগুলো ইউস করে যে ভাষাগুলো, সেই গুলো যেন ঠিক-ঠাক ভালো না। খুব অসংযত ভাষাগুলো। এইবার, আমাদের পাশেই একজনের বিয়ে হয়েছে, বাঙাল বউ এসেছে। তার কথা গুলো একটুও ভালো না। কেউ তাকে পছন্দ করে না। এইরকম।

প্রমাঃ এইটা কি বাঙাল বলে নাকি...

অনুশ্রীঃ না বাঙাল বলেই। সবাই বলে বাঙাল বউ তো। সবার কথার মধ্যেই থাকে, 'এ বাঙাল বউ তো, আর কেমন হবে!'

প্রমাঃ কিন্তু তোর তো, নিজেরই আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে আছে। তারাও তো সেভাবে দেখতে গেলে বাঙাল? তাহলে তাদের ক্ষেত্রে?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ।কিন্তু আমার বাবা-মা, আমি এইটা বাবা'র কাছ থেকে জানলাম সেদিন, বাবাকে বললাম। বাবা বলছে, "দেখ, আমরা তো ভাগ হওয়ার আগেই চলে এসেছি। তখন ভাগ হওয়ার আগে তো বাঙাল বলে আলাদা কিছু ছিল না। কারণ তখন পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ বলে আলাদা হয়ে নি। তখন বাঙাল বলে এই টার্মটা আসে নি। বাঙালি বলে এটাও আসেনি। আমরা তো তার আগেই চলে এসেছি। তার মানে আমরা বাঙালির মধ্যেই পরি। আমরা বাঙালের মধ্যে পরি না। আর, ঠাকুরদা এসেছে যেহেতু। ঠাকুরদা না হয়ে যদি আমি আসতাম, তবু নাহয় বাঙালের ছোঁয়া থাকতো কিছু। তো ঠাকুরদা এসেছে, ক্লাস ৯-এ। তারপর আমার জন্ম এখানে, তুই তো এখানেই। তাই বাঙালের কোন ছোঁয়া আমাদের মধ্যে নেই", এটা বাবা বলে।

প্রমাঃ আর মামারবাড়ি? ওরা তো এসেছে?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ তো মামাদেরও তো সেই একই অবস্থা। মামারও এখানে জন্ম। তারপর মামা, দাদু যে, সে এখানে চলে এসেছে।

প্রমাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। মানে বাঙালে বউ যেরকম তুই ভাবছিস তোরা সেরকমটা নস?

অনুশ্রীঃ না! সবাই বলে। না, বাঙাল বলে কোন কালচার আমাদের মধ্যে নেই।

প্রমাঃ বাঙালে বউ কেমন হয়?

অনুশ্রীঃ সে একটু খিটখিটে টাইপের। তার ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব খারাপ ধরণের। মানে এতোটাই খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে সারাক্ষণ, তার যে ফ্যামিলি মেম্বার আছে, তাদের যে একটু সম্মান... আমরা কি করি, যে বড় দের সম্মান দিয়ে কথা বলি, যে আমার থেকে নিচু, বয়েসে, বয়েস কম, তার সাথে যেমনি একটা স্নেহের ভাব থাকে, সে সব কিছু তার মধ্যে পাওয়া যায়না। সে গড়ে একরকম, তার কাছে যেন এই কাউকে সম্মান দেওয়ার কোন ব্যাপার নেই।

তারপর ভালোবাসার কোন ব্যাপার নেই। সারাক্ষণ যেন খিটখিট করতে থাকে। তার মধ্যে কোমলতার কোন ভাব পাওয়া যায় না। সে একটু অন্য ধরনের যেন। আর তার কথা বার্তাও আলাদা। তার কথা গুলো আমরা ঠিক বুঝতে পারিনা কি বলে!

প্রমাঃ সে বাংলাদেশে কোথা থেকে এসেছে জানিস?

অনুশ্রীঃ না না।

প্রমাঃ আচ্ছা। তো তুই বলতে চাইছিস যে বাঙাল কালচার তোদের মধ্যে খুব একটা নেই, ওই যেটা তুই বললি সেটা ছাড়া?

অনুশ্রীঃ না, ওই দুটো ছাড়া আর কিছু দেখিনি।

প্রমাঃ আর কোন কিছুতে দেখিস নি, যেমন বিয়ে বা অন্য কোন নিয়ম, যেটা...

অনুশ্রীঃ না। বিয়ে এখানে যেমন হয়ে, আমাদেরও তেমনই হয়। পুরোপুরি। আলাদা কিছু নেই।

প্রমাঃ মানে, বাঙাল, আর ধর, এই যে এতো দিন ধরে এতো ফ্লো করছে, তুই কি চাইবি, তোর পরের প্রজন্ম, তারাও কি এইগুলো, এই আইডিয়াগুলো নিয়েই চলুক? যে এই বাঙালে বউ খুব খারাপ হয়। এই ধর, এই যে স্মৃতিগুলো আছে তোর, তুই যে বলছিস, যে তোর দিদা এরকম ভাবে এসেছেন, এতো কষ্ট করে এসেছে, সেখানেও তো একটা স্ট্রাগলর গল্প আছে। তুই তোর পরের প্রজন্মকে কি কোন কোন, বা কি জাতীয় স্মৃতি পাস অন করতে চাইবি। আদৌ কি চাইবি, নাকি বলবি অনেক দিন হয়ে গেছে...

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। অবশ্যই স্মৃতি তো পাস অন করতে চাইবো। কিন্তু বাঙাল বলে, ওরা তো মানুষ। মানুষ তো তারা। তো তাদের মধ্যে বাঙাল বলে যে আলাদা একটা ভাগ, এটা আমার পছন্দ হয় না। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, যে হতেই পারে সে বাঙাল। সে এক জায়গায়

থাকে বলে তার জন্য হতে পারে, কিন্তু তার মানেই যে সে খারাপ, এরকম ব্যাপারটা কেন হবে? এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে চাই। এটা আমার ভালো লাগেনা।

প্রমাঃ মানে তুই পরের প্রজন্মকে...

অনুশ্রীঃ ভালো স্মৃতি গুলো অবশ্যই দিতে চাই। তা ছাড়া কিভাবে মানুষ এসেছে, তারা কতটা স্ট্রাগল করে আজ এখানে এই ভালো পরিস্থিতিটা দেখতে পাচ্ছে। ভালো জীবন কাটাতে পারছে, এগুলো বলতে চাই।

প্রমাঃ কিন্তু তোর একটা কথাতেই তুই বারবার করে ফিরে আসছিস, সেটা হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান। মুসলমানেরা এই করেছে, সেই করেছে। মানে, এটা তো অনেক দিন আগে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, তোর কি মনে হয় পরের প্রজন্মকে এইগুলো বলা দরকার আছে, যে, মানে, এই পুরো জিনিসটা, এরকম ভাবে হয়েছিল, এইগুলো মনে রাখার দরকার-অদরকার, তোর কি মনে হয়? কিরকম কি মনে হয়?

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ। মুসলিমদের সত্যি আমার, মানে আমার নিজস্ব একদম, মুসলিমদের একদম আমি ভালোবাসিনা। কারণ ওদের মধ্যে একটা জিনিস থাকে। যে যা পাবো সঙ্গে সঙ্গে খাবো। একটু হিংস্র প্রকৃতির হয়। মানে, আমরা কি করি, আজকে ভাল আছি, মানে কালকের লাইফটাও যেন এরকম ভালো থাকে, সেই চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু ওদের সেটা না। আজকে আছি, মানে আজকেই খেতে হবে। কালকের জন্য, কালকের ভাবনা পরে। কালকে তো আগামী দিন। আজকে বেঁচে আছি মানে কালকে নাও বাঁচতে পারি। না আজকে আছি মানে আজকে ভালো করে খেতে হবে, পড়তে হবে, এরকম একটা ব্যাপার। এটা আমার পছন্দ হয় না। ওরা হিংস্র প্রকৃতির, সেটাও পছন্দ হয়না। আর বাঙাল মুসলিমদের দেখেছি। একটা অসম্ভব মিথ্যে বলে, যেটা আমি সহ্য করতে পারিনা। প্রত্যেকটা কথায় কথায় যেন ওদের মিথ্যে থাকে। তাই বলে আমি বলব না যে মুসলিম মানেই সবাই খারাপ। ভালোও আছে। কিন্তু আমার পাশেই যে মুসলিমরা আছে, আমার থেকে এই ১০ মিনিট মত গেলে একটা মুসলিম পাড়া দেখা যায়। একটুও ভালো লাগেনা।

প্রমাঃ ওরা কোথা থেকে এসেছে? মুসলমান পাড়া বলছিস?

অনুশ্রীঃ জানিনা। জানিনা কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু একটা বেশ মোটামুটি, হেঁটে, হাঁটা পথে একটা পাড়া পরে, তা এই আধ ঘন্টা মত হবে। গোটা একটা পাড়া।

প্রমাঃ আচ্ছা। মানে তুই পরের প্রজন্মকে এই স্মৃতি গুলো দিয়ে যেতে চাস। মুসলমান হিন্দু যা থাকুক, সেগুলো সমস্ত মিলিয়েই দিয়ে যেতে চাস।

অনুশ্রীঃ হুম

প্রমাঃ কিন্তু তখন মনে হয়ে না যে এটা তো অনেক দিন আগের গল্প। আবার কেন এইগুলোকে নিয়ে ঘাটাঘাটি, কি লাভ? এরকম কখন মনে হয় না? নাকি মনে হয় এগুলো জানা একটা মানুষের খুব দরকার?

অনুশ্রীঃ হয়তো কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু জেনে রাখুক যে আমাদের আগে বাংলাদেশে বাড়ি ছিল। এইভাবে আমরা এসেছি। তারপরে এই ভাবে জীবন কাটিয়েছি। এগুলো তারা জানলে ভালো। যেকোন দিন যদি এরকম কেউ জিজ্ঞাসা করে, আজকে যেমন আমার হল আমি তো বাংলাদেশে সেভাবে কোনদিন যাইনি। সেই একবার কোথায় আড়াই বছর বয়েসে গিয়েছি, সে আমার মনেও পরেনা। তা আমার আজকে এটা প্রয়োজন হল। আমার পরের প্রজন্ম যে, তারও তো এরকম প্রয়োজন হতে পারে। তো সেইদিন যেন সে পুরো ব্ল্যাঙ্ক না থাকে। কিছু অন্তত জানুক, যাতে সে কারুর সামনে বলতে পারে। জেনে রাখাই ভালো। কাজে লাগলে সে প্রকাশ করবে। না লাগলে সে প্রকাশ করবেনা।

প্রমাঃ এই বলতে পারার মধ্যে কখন শ্লাঘা বোধ করিস নি, যে না আমি বাঙাল। আমি বলতে পারছি যে আমি বাঙাল, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমি জানি আমার এখানে এইটা। মানে এই যে একটা আইডেন্টিটির কথা তো তুই বলছিস? মানে এই ধর, বলতে পারা

মানে কি, একটা আইডেন্টিটি রচনা করতে পারা। এইটার মধ্যে কখন শ্লাঘা বোধ করিস নি? যে হ্যাঁ আমি বলছি আমি এখানে থাকতাম, আমার এতো বিঘে জমি ছিল?

অনুশ্রীঃ না না! আমার কোন দিন মনে হয়নি। বরং আমার ভালো লেগেছে, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এটা আমার ভালো লাগে। বাংলাদেশে এখন আমার পূর্বপুরুষরা আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, না আছে ফোনে, তাদেরকে কোনদিন আমি দেখিনি। একজনকে মনে হয় দেখেছি, তাও এখন দেখলে চিনতে পারব না। তবুও ভালো লাগে, যে না ওখানে আমরা বিদেশী, বিদেশ পুরো আমার কাছে বাংলাদেশটা, তবু সেখানে আমার কোন রিলেটিভ আছে। আমি সেখানে যেতেও পারবো। ভবিষ্যতে কোন দিন, যদি চান্স হয়।

প্রমাঃ গেলে কি তোর বিদেশ বলে মনে হবে, না দেশ বলে মনে হবে?

অনুশ্রীঃ দেশ বলে মনে হবে।

প্রমাঃ হবে?

অনুশ্রীঃ কারণ এতোটাই কাছাকাছি। দেখতে তো পাই। বিশেষ করে পুজোর সময়গুলোতে। আমাদের ওখানে কি হয়, একটা মেলা হয়। একটা মেলা হয়, সেটা হচ্ছে, চাঁড়ালখালি গ্রাম। গ্রামটাতে একটা মেলা হয়, ওই মেলাটা হাড়ি মেলা নামে সবাই বলে। কিন্তু ঐতিহাসিক মেলা নামে ওটা পরিচিত। ওখানে অনেক বড় বড় শিল্পীরা যায় আর খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়। পুলিশ তো থাকেই। কিন্তু ওইদিনটা ছাড় থাকে, যাতে বাংলাদেশের লোকজন এসে এই মেলাটা দেখতে পারবে। কিন্তু সেই মেলাটায় কি করে অনেকে, ওই দিনে, পুরোপুরি চলে আসে। যার যতটুকু নিতে পারে। আরকি একটা ফ্যামিলির । যতটুকু নিতে পারে। ওই দিনে সে লুকিয়ে চলে আসে। কারণ একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে আসবে। পুরোপুরি। তাহলে তার তো সেরকম কিছু চাই। সেরকম কিছু প্রুভ নিয়ে তো সে আসতে পারছেনা। আর ওখান থেকে এখানে চলে আসতে গেলে, সে অনেক, কি বলি, পুরোপুরি মাইগ্রেট হতে হবে তাকে। তার জন্য খরচ দরকার, তাছাড়া আরও অনেক কিছু

দরকার। অনেকে এসব চায় না, এসব ঝামেলা করতে। ওখান থেকে এখানে কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে, মানে, কি বলি, টাকা দিয়ে সে আইকার্ড ঠাইকার্ড করে নেয়, যে আমি এখানকার বাসিন্দা বলে, আইকার্ড করে নেয়। তো সেরকম ভাবে অনেকে চলে আসে। একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে, এই টাইম থেকে এই টাইম, বাংলাদেশের লোক আসতে পারবে, আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। পুলিশ থাকে। তো সেই সময়ে লুকিয়ে অনেকে পুরোপুরি চলে আসে। আচ্ছা, দুর্গাপুজোর দিন কবে কি হয়, বিসর্জনের দিনটা, ওই যে নদীর ওপারটায় বাংলাদেশের পুজোর প্রতিমা বিসর্জন হয়। আর এপাশকার লোকজন ওপাশে প্রতিমা বিসর্জন দেয়। তো নৌকায় করে ঘোরাতে ঘোরাতে দুটো দেশের প্রতিমা পাশাপাশি করে ঘোরানো হয় একসাথে। তখন কি হত আগে, প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে জিনিস-পত্র, লোক এপার থেকে ওপারে চলে যেতো। জিনিস-পত্র পারাপার হতো এভাবে। তো এখন সেটা পুলিশ জানতে পেরে সেটাও হতে দেয় না। মাঝখানে গার্ড থাকে আর ওপারেরটা ওদিকেই বিসর্জন হয়, আর এদিকেরটা এদিকেই বিসর্জন হয়। খুব আশ্চর্য লাগে। যে একটা পুজো, মানে সেটা ওদেরও দুর্গা পুজো, আমাদেরও দুর্গা পুজো। কিন্তু দুটো প্রতিমা একসাথে, পুলিশ জানতে পেরে, সেটাও আলাদা করে দিয়েছে। যে সামান্য সুযোগ ছিল, সেটাও আস্তে আস্তে আর থাকছে না।

প্রমাঃ মেলাটার কথা কি বলছিলি, একটু বল, মেলাটায় কি হয় বলছিলি?

অনুশ্রীঃ মেলাটায় সবাই বাংলাদেশের লোকজন আসে। ওদেরকে দেখার জন্য ওই মেলাটা। যেহেতু ঐতিহাসিক মেলা নামে ওটা খ্যাত, সেইজন্য ওরা যাতে দেখতে পায়, ওইজন্য ওদের অ্যালাও করে। দেখার সুযোগ দেয় আরকি, পুলিশ।

প্রমাঃ ঐতিহাসিক মেলা মানে?

অনুশ্রীঃ ঐতিহাসিক মেলা মানে, জানিনা। ওটাকে কেন ঐতিহাসিক মেলা বলে জানিনা। অনেক আগে থেকে ওই মেলাটা চলে আসছে। আর আগে মাটির জিনিস বিক্রি হত ভীষণভাবে। আর ওখানে, সেই গ্রামের প্রথম যাত্রা, আগে তো যাত্রা জিনিসটা খুব বিখ্যাত ছিল, সেই

যাত্রাটা প্রথম ওইখানে আসে। সেটা অনেক আগে। আর... আরও কিছু কিছু কারণে, ওখানে একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরটাও বলে এটা খুব জাগ্রত মন্দির। সেইসব মিলিয়ে, আর কি কি কারণে যে ঐতিহাসিক মেলা আমি জানিনা।

প্রমাঃ আর ওই দিক থেকে আসে যখন,সেটা অ্যালাউড? পুলিশ জানে তখন? যে আসে?

অনুশ্রীঃ ভারত থেকে যেতে দেয় না। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসতে দেয়।

প্রমাঃ আচ্ছা। আর ভারত থেকে যাওয়ার এরকম কোন সময় নেই, যেখানে ভারতের লোকেরা যেতে পারে?

অনুশ্রীঃ না না না।

প্রমাঃ কখনোই সেটা হয় না?

অনুশ্রীঃ না।

প্রমাঃ আচ্ছা। তুই বলছিলি যে তাই জন্য, যদি একবার যাস, তোর তখন মনে হবে এটা বিদেশ নয়। দেশই।

অনুশ্রীঃ হুম। এমন কি আরও একটা জায়গা আছে। শামসুর নগর বলে। সেখান থেকে নাকি আমাদের রেলেটিভ ওখানে কেউ মরে গেছিল। তো, ডাক দিয়ে, নদীর ওপার থেকে হেঁকে বলে দিচ্ছে যে, ওর এই ইয়ে মারা গেছে। সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিয়ো। এতোটাই কাছাকাছি যে একটা নদীর ওপাশে, একটা দেশের মানুষ আরেকটা দেশের মানুষের সঙ্গে হেঁকে শুধু মাত্র, খালি গলায়, হেঁকে কথা বলছে।

প্রমাঃ তোর এরকম এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে? যে তুই ওপাশ থেকে...

অনুশ্রীঃ না। শুনেছি শুধু অন্যদের কাছে।

প্রমাঃ তুই বলছিলি তোর বন্ধু থাকে ওখানে কিরকমভাবে?

অনুশ্রীঃ বন্ধু এখানে থাকে। আর বন্ধুর বাবা-মা ওখানে থাকে। বন্ধুর বাবা যেহেতু ওখানকার স্কুল টিচার। কিন্তু ওদেরও প্রচুর অত্যাচার শুনেছি। বাড়িতে নাকি এরকম এক এক সময় ওদের সীমানার মধ্যে মুসলিমরা এসে, ওই, কি বলে ওটা, মানে পিলার পুঁতে দিয়ে যায়। মানে ওটা ওদের সীমানা। গায়ের জোরে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সে ভীষণ ঝামেলা করে, জমিতে চাষ-বাস করতে দেয় না। জমি বেশি নেই, অল্প একটুই জমি আছে, কিন্তু সেও নাকি চাষ করতে দেয়না। আর যেহেতু ওর বাবা ওখানকারই ইস্কুল মাস্টার, এখানে এসে তো কিছু করতে পারবে না। এখানে এসে চাকরি বাকরি পাবে না। তো এখানে এসে কি করবে? সেই জন্য ওখানেই থেকে গেছে। যত দিন চাকরি আছে, ওখানেই থাকবে। চাকরি শেষ হলে এখানে চলে আসবেন। ছেলেরা যাতে ভবিষ্যতে এরকম ফেস করতে না হয়, সেই জন্য ছেলেদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুই ছেলে। দুই ছেলেই এখানে পড়াশুনা করে। একজন ছেলে হচ্ছে, হিঙ্গলগঞ্জে যে কলেজ আছে, হিঙ্গলগঞ্জ বি-এড কলেজ, এখন চালু হয়নি, ওই কলেজে নাকি জয়েন করবে শুনেছি। আমি ঠিক ঠাক কিছু জানিনা এটা, ওই কলেজে জয়েন করবে বলে, ওখানেই থাকছে। আর ছোট ছেলে, যে আমার বন্ধু আর কি, ও সোনারপুরেই থাকে। আর ওর কাছেই শুনেছি, যে ওর বাবার যতদিন চাকরি আছে, ততদিন ওখানে থাকবেন। চাকরি শেষ হয়ে গেলে এখানে চলে আসবে ছেলেদের কাছে।

প্রমাঃ ওখানে থাকতে পারছেনা বলে চলে আসবে?

অনুশ্রীঃ না। ওর মামা তারপরে ওর আর যারা আছে, তারা সবাই চলে এসেছে। শুধুমাত্র ওর বাবাই থেকে গেছে। বাবা আর একজন জেঠু।

প্রমাঃ খুব অসুবিধা ওদের...

অনুশ্রীঃ ভীষণ অসুবিধা। মুসলিমরা সারাক্ষণ অসুবিধা করে। যেই রাস্তায় বেড়িয়েছে, বাবা স্কুলে যাচ্ছে, আটকে দিলো, যেতে দেবে না। আবার ফিরে আসতে হচ্ছে। কোন গাড়ি নেই, যে কোন সময়ে বন্ধ ডেকে দিল। এসব করে ওরা খুব।

প্রমাঃ আর তুই মানে এইযে এতো দিনের গল্প শুনছিস? এই গল্পগুলো শুনতে ভাল লাগে? না কি মনে হয়?

অনুশ্রীঃ খুব ভালো লাগে।

প্রমাঃ কেন ভালো লাগে কেন?

অনুশ্রীঃ কি বলি, এটা ভালো লাগে কেন, এটা আমি কোনদিন বুঝি নি। কিন্তু কিরকম মনে হয় বাংলাদেশটা আমার খুব কাছের। খুব আপন। ওখানে...তবে হ্যাঁ, ওখানে কিছু হলে আমার যতটা না আগে কষ্ট লাগে নিজের, কিন্তু এখানে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়, বেশি কষ্ট লাগে। যেহেতু আমার জন্ম এখানে। কিন্তু তবুও ওখানে কিছু হলে মনে হয়, না, ওটা আমারই দেশ। এরকম একটা যেন ফিল হয়। কেন হয়, বুঝতে পারিনা।

প্রমাঃ এক ভাষায় কথা বলে, এক রকম...

অনুশ্রীঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সাজপোশাক একরকম প্রায়, অনেকটাই কাছাকাছি... কথাও অনেকটাই কাছাকাছি, মানে বলতে গেলে সব একই...

প্রমাঃ মাঝখানে একটা নদীর ফারাক।

অনুশ্রীঃ ছোট্ট একটা নদী। তাও আবার কাঁটাতার কিছুটা জায়গায়। কিছুটা জায়গায় তাও নেই।

প্রমাঃ কাঁটাতারটা কোথায় আছে? মানে নদীর...

অনুশ্রীঃ রাস্তায়।

প্রমাঃ রাস্তায়। আচ্ছা। সেই কাঁটাতার দিয়েও, এই যে গরু পারাপার হয়, কাঁটাতার দিয়েও যায়?

অনুশ্রীঃ কাঁটাতার তো কিছু জায়গায়। বাদবাকি জায়গায় তো নেই, বাদবাকি জায়গায় তো নদী

প্রমাঃ নদী। আচ্ছা।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved